প্রকৃতি ও মানুষ

সাপের কামড়ের চিকিৎসা

সীতাংশু কুমার ভাদুড়ী

যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং 'সাপ কামড় ও চিকিৎসা' বিষয়ে একটি ক্ষেত্র সমীক্ষা ভিত্তিক তথ্য সমৃদ্ধ সংকলন প্রকাশ করল। অত্যন্ত সুদৃশ্য ঝকঝকে দামি কাগজে অসংখ্য রঙিন ছবিতে ছাপা ২১২ পৃষ্ঠার এই মূল্যবান সংকলনটি সম্পাদনা নিবেদন ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায় ও ডঃ দিলীপ কুমার সোম। সহঃ সম্পাদনায় ছিলেন বিজন ভট্টাচার্য ও সৌমেন পাল। বইটির মূল্য ৫০০ টাকা।

যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং –এর সক্রিয় কর্মী ছিলেন জয়দেব মণ্ডল। ১৮ মে ২০১৪ কেউটে আর চন্দ্রবোড়া এই তিন ধরনের বিষধর সাপের কামড় ঘটে এই জেলায়।

যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থা, ক্যানিং–এর সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য জানান যে, সাপের কামড় ও মৃত্যু জনস্বাস্থ্য সমস্যা হিসাবে পরিগণিত। তাই সাপের কামড়ে আর মৃত্যু নয় এই প্রতিজ্ঞাটি সামনে রেখে ১৯৮৬ সাল থেকে তাদের সংস্থা কাজ করে চলেছে। সাপ নিয়ে ছড়া, গান, নাটক, বই তথ্যচিত্র, সাপের মানচিত্র, কর্মশালা, সাপের প্রদর্শনী মানুষকে সচেতন করার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে নিয়মিত চক্রবর্তী, প্রধান, হেমাটোলজি বিভাগ, এন আর এস মেডিকেল কলেজ, ডাঃ দয়ালবন্ধু মজুমদার, সিনিয়র এম ও (গ্রেড–২) ক্যালকাটা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ অ্যান্ড হসপিটাল এবং সদস্য, ন্যাশনাল স্নেকবাইট স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট গাইডলাইন টিম ২০০৫, ডঃ নির্মলেন্দু নাথ, অধ্যক্ষ, ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড সায়েন্স ইনস্টিটিউট অফ দুর্গাপুর, ডাঃ সমরেন্দ্র রায়, ক্যানিং মহকুমা হাসপাতাল, ডাঃ বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, পাভলভ ইন্সটিটিউট এবং সংস্থার সম্পাদক বিজন ভট্টাচার্য।

Continued column wise to the next page...

একটি কেউটে সাপ উদ্ধার করে সুন্দরবনের সজনেখালিতে মুক্ত করাকালীন সাপটি তাঁকে কামড়ায় এবং গোসাবা ব্লক হাসপাতালে ভর্তি হওয়া সত্ত্বেও তিনি মারা যান। মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত সরকারি হাসপাতাল তথা এ ভি এস-এর প্রতি জয়দেবের ছিল অটুট আস্থা। এই দিনের প্রকাশিত সংকলনটি জয়দেব মণ্ডলের স্মরণে উৎসর্গ করা হয়েছে।

সংকলনে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার প্রতিটি ব্লকে বছরে গড়ে ১৬ জন মানুষ বিষধর সাপের কামড় খান, তার মধ্যে মৃত্যু হয় ৮ জনের। বিগত তিন বছরে এই জেলার ২৭টি ব্লকে সাপের কামড় খেয়েছেন ১২,২৩২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৫,৮১৬ জন, মহিলা ৪৭১১ জন এবং শিশু ১৭০৫ জন। কালাচ, কাজ করে চলেছে এই সংস্থা। ২০০৯ সাল থেকে রাত-বিরেতে সংস্থার দপ্তরে ফোন বাজতে থাকে- সাপে কামড়েছে কোথায় যাবো কী করবো? এইসব অসহায় মানুষদের মনোবল বাড়াতে ও সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে চালু হয়েছে হেল্পলাইন- ৯৬৩৫৯৯৫৪৭৬, ৯৮-৩০৪৭৯৬৯৬, ৯৭-৩৩৮২২৮২৫, ৯৪-৩৩১০১১৪৪।

এই প্রকাশিত সংকলনে যাঁদের তথ্যমূলক রচনা আছে তারা হলেন দেবকুমার চক্রবর্তী, প্রাক্তন যুগ্ম সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ডাঃ গৌরব রায়, ডেপুটি সি এম ও এইচ-২, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ডাঃ তাপস কুমার ভট্টাচার্য, প্রাক্তন অধ্যাপক, ফার্মাকোলজি, বিভাগ, ক্যালকাটা স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন, ডাঃ প্রান্তর বাংলাও ইংরেজি দুই ভাষাতেই প্রকাশিত বই দুটির আনুষ্ঠানিক প্রকাশ করেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পরামর্শদাতা কমিটির প্রধান ডাঃ সুব্রত মৈত্র, তিনি বলেন, ইতিমধ্যেই ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালকে সাপের কামড়ের চিকিৎসার উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসাবে গড়ে তোলা হচ্ছে। সেখানে ডায়ালিসিস পরিষেবার পাশাপাশি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট চালু করা হচ্ছে।

বই প্রকাশের অনুষ্ঠানে উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি ছিল হারান প্রামাণিক ও কাবিল জমাদারের, যাঁরা প্রথম জীবনে গুনিন ও ওঝা হয়ে লোক ঠকানোর কাজে যুক্ত ছিলেন, বর্তমানে এঁরা দুজন এই যুক্তিবাদী সাংস্কৃতিক সংস্থার সদস্য এবং কুসংস্কার ও অবৈজ্ঞানিক কাজে বিরত থাকতে সাধারণ মানুষকে উৎসাহিত করেন।